গাংনী হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ আরেফিন নিরুদ্দেশ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহকারী সার্জন ডাঃ আমিরুজ্জামান মোহাম্মদ সামসুল আরেফিন হঠাৎ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন।

শনিবার দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোহাম্মদ রিয়াজুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি কোন ছুটিও দরখাস্ত না দিয়ে ৩ দিন যাবৎ কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তার মোবাইল ফোন ও গাংনী হাসপাতালের পিছনে ভাড়ার বাড়িতেও খোঁজ নিয়ে তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ডাঃ মোহাম্মদ রিয়াজুল আলম আরো জানান, ডাঃ আরেফিনকে ইমাজেন্সী ডিউটি দেওয়া হয়েছে। তার অনুপস্থিতে জরুরী ডাক্তারী সেবা দিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। বিষয়টি তিনি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানাবেন বলে ওসাংবাদিকদের জানান।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবায়দুর রহমান জানান, এ বিষয়ে শুনেছি তবে কোন লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তার স্থায়ী ঠিকানা কুষ্টিয়ার খোকসা গ্রামে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে।

মেহেরপুরে সেনা টহল অব্যহত, হোম কোয়ারেন্টিনে ৪৬৮ জন ।

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস সংক্রমণরোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য মেহেরপুরের বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলে মাঠে নেমেছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। শুক্রবার থেকে জেলার বিভিন্ন স্থানে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে তারা টহল দিচ্ছেন।

সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে রয়েছে জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রকার

প্লাকার্ড। হাত ধোয়া, ঘরে অবস্থান করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও প্রবাসী হোম কোয়ারিন্টিন করাসহ বিভিন্ন বার্তা নিয়ে তারা হাজির হচ্ছেন মানুষের কাছে। দলটি গাংনী উপজেলার সাহারবাটি কাথুলি তেতুঁলবাড়িয়া ও বামন্দি ইউনিয়নে প্রচার প্রচারনা চালায়।

এদিকে জেলা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে এপর্যন্ত ৪৬৮ জন প্রবাসীকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছিল। এদের মধ্যে ২৪৪ জন পরিবারে ফিরেছে। তবে মেহেরপুর জেলায় কোন ব্যাক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি বলে নিশ্চিত করেছেন জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, মানুষের মাঝে সচেতনতা বেড়েছে। জরুরী কাজ ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছে না। জনসমাগত ও চায়ের দোকানের আড্ডা বন্ধ করেছি। মানুষকে সচেতন করে সতর্ক করা হচ্ছে। এর পরেও যদি কেউ নির্দেশনা অমান্য করে তাহলে আইনের প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বগুড়া ৪৪ পদাতিক ডিভিশনের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ফকরুদ্দীন

মেহেরপুরে জনসচেতনতায় সেনাবাহিনী ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযান

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জন সচেতনতা মূলক প্রচার ও সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিত করতে মেহেরপুরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী ও জেলা প্রশাসন।

জেলা প্রশাসক আতাউল গনির নেতৃত্বে শনিবার দুপুরে জেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হয়।

এসময় করোনা মোকাবিলা কি কি করনীয় এ বিষয়ে জনগনকে অবহিত করে

বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়। সেই সাথে পথচারিদের সাবান বিতরণ করা ও রাস্তায় জীবাণুনাশক প্রোয়োগ করে সেনাবাহিনী।

সচেতন মূলক অভিযানে জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, জেলা সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, সদর থানার ওসি শাহ দারা খান, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/এমএফআর

---

২৬ রানে অলআউট হয়ে নিউজিল্যান্ডের

করোনাভাইরাসের হিংস্র থাবায় লণ্ডভণ্ড বিশ্বের ক্রীড়াসূচি। গোটা বিশ্বেই এখন কোনো খেলাধুলা নেই। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, হকি, ভলিবল, বাস্কেটলসহ সব ক্রীড়া ইভেন্ট স্থগিত রয়েছে। কোথাও গড়াচ্ছে না কোনো টুর্নামেন্ট কিংবা ম্যাচ।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে এ পরিস্থিতিতে কিভাবে মাত্র ২৬ রানে অলআউট হয়ে টেস্টে সর্বনিম্ন রানের বাজে রেকর্ড গড়ল নিউজিল্যান্ড? আসলে ব্যাপারটা তা নয়।

১৯৫৫ সালের এই দিনে লজ্জার রেকর্ডটি গড়েন কিউইরা। ৬৫ বছর পরও যা অক্ষুণ্ন রয়েছে। ওই দিন অকল্যান্ডে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট খেলতে নামে নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড।

প্রথম ইনিংসে ২০০ রানে অলআউট হন স্বাগতিকরা। জবাবে নিজেদের ফার্স্ ইনিংসে ২৪৬ রান করেন ইংলিশরা। সেসময়কার নিয়মানুযায়ী, ২৫ ও ২৬ মার্চ প্রথম ২ দিনের খেলার পর ২৭ মার্চ বিশ্রাম করেন দু'দলের খেলোয়াড়রা।

তবে ২৮ মার্চ নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেই বিপাকে পড়ে নিউজিল্যান্ড। সফরকারীদের বিধ্বংসী বোলিংয়ে মাত্র ২৬ রানে গুটিয়ে যায় তারা। এতে ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণে সর্বনিম্ন রানে

গুঁড়িয়ে যাওয়ার ন্যাক্কারজনক রেকর্ড গড়ে দলটি।

দলের একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসেবে ২ অঙ্কের ঘর স্পর্ করেন ওপেনার ব্রেট সাটক্লিফ (১১)। বাকিরা মোবাইল নাম্বারের সংখ্যা তুলেন।

ঐতিহাসিক ওই ম্যাচে ইংল্যান্ডের হয়ে প্রথম ইনিংসে হ্যাটট্রিক করেন বব অ্যাপ্লিয়ার্ড। দ্বিতীয় ইনিংসেও তিনি শিকার করেন সর্বোচ্চ ৪ উইকেট।

নিউজিল্যান্ডকে এ বাজে রেকর্ড থেকে বাঁচাতে গেল বছর এগিয়ে এসেছিল আয়ারল্যান্ড। লর্ডস টেস্টে ক্রিকেটের সেই আঁতুড়ঘরের দলটির কাছেই নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৮ রানে অলআউট হয় তারা।

তথ্যসূত্র: ইএসপিএন ক্রিকইনফো।

মেহেরপুরে ১৩ জন হোম কোয়ারান্টিনে গত ২৪ ঘণ্টায়

সারা বিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে নতুন করোনাভাইরাস। আক্রান্তের তালিকায় কোন দেশ নেই, তা খুঁজতে এখন রীতিমতো গলদঘর্ম হতে হবে। মহামারি ঠেকাতে নানা উদ্যোগ চলছে। এই ভাইরাস মানুষকে ঘরবন্দী করে ফেলেছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় ১৩ জন হোম কোয়ারান্টিনে ভর্তি হয়েছেন। মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৫ জন গাংনী উপজেলায় ৭ জন এবং মুজিবনগর উপজেলায় ১ জন হোম কোয়ারান্টিনে রয়েছেন ।

এ নিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় মোট ৪৬৮জন হোম কোয়ারান্টিনে ছিলেন।বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় মোট ২২৪ জন হোম কোয়ারান্টিনে আছেন। বাকিদের হোম কোয়ারেন্টি থেকে ছাড়ে দেয়া হয়েছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

হয়।

মাছ ব্যবসায়ী মহিদ উপস্থিত থেকে মাছ ব্যবসায়ীদের হাতে মাক্স তুলে দেন। এসময় ব্যবসায়ী মহিদ বলেন নিজেকে রক্ষা করার জন্য অন্তত মাক্স ব্যবহার করতে হবে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণে ধূমপানে ঝুঁকির মূল কারণ

করোনাভাইরাস (COVID-19) একটি তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ। এটি গুরুতর সংক্রমণ, যা সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাসকে প্রভাবিত করে এবং ভাইরাস সংক্রমণের কারণ হয়ে থাকে। ধূমপানের ধোঁয়া ফুসফুস টিস্যু এবং সারা শরীরে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। এটি করোনাভাইরাসের সংক্রমণের বিরুদ্ধে দেহের সুরক্ষা করতে পারে না।

ধূমপানের ফলে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। সংক্রমণের মাত্রা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। ধূমপান করে না এমন ব্যক্তির চেয়ে সংক্রমণের ঝুঁকি আরও বেশি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সিগারেটের ধোঁয়া এবং বাষ্পীয় অ্যারোসল অথবা ই-সিগারেট ফুসফুসের প্রদাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত রোগব্যাধির প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ধূমপান বা ই-সিগারেট ধূমপায়ীদের করোনাভাইরাস দ্বারা মারাত্মক সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, ধূমপান ফুসফুসের প্রতিরোধ ক্রিয়াকে দমন করে এবং প্রদাহ সৃষ্টি করে। দীর্ঘমেয়াদি ধূমপায়ী এবং ই-সিগারেট ব্যবহারকারীরা উভয়েই ফুসফুসের দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণের তীব্র ঝুঁকিতে রয়েছেন, যা নতুন ভাইরাসজনিত রোগ হিসেবে কোভিড-১৯-এর ক্ষেত্রে আরও মারাত্মক হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, ধূমপান এবং সম্ভবত ই-সিগারেটের বাষ্প করোনাভাইরাস থেকে মারাত্মক সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। চীনের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, করোনাভাইরাস সংক্রমণের জন্য

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার চেয়ে নারীর হারের চেয়ে পুরুষের হার কিছুটা বেশি। চীনের একটি মেডিকেল জার্নালে দেখা গেছে, ধূমপানের ইতিহাস রয়েছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিউমোনিয়া হওয়ার আশঙ্কা ১৪ গুণ বেশি।

প্রচুর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে- ধূমপান ফুসফুসে প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে। নিয়মিত ধূমপান করার ফলে এটি বায়ুপথে সিলিরি ক্লিয়ারেন্সকে বাধা দেয়। বাতাস থেকে টক্সিন এবং শ্লেষ্মা বের করে আনার জন্য এবং কাশির সময় ফুসফুস পরিষ্কার করার জন্য এরা দায়বদ্ধ এবং ধূমপান করলে তখন তা প্রভাবিত হয়। ফুসফুসে শ্বাসকষ্টের সংক্রমণের সময়, নিউট্রোফিল নামক শ্বেতরক্ত কোষের প্রদাহ দেখা দেয়। গবেষণা থেকে এটি স্পষ্ট, ধূমপান করোনাভাইরাসের প্রভাবকে আরও খারাপ করে তোলে।

যদি কেউ ধূমপান ত্যাগ করতে চান, তবে এটি খুব ভালো সময়। আমরা এ সংকটের মধ্য দিয়ে যতটা সম্ভব মানুষকে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর রাখতে এবং ফুসফুসের অবস্থার উন্নতি, ক্ষত নিরাময়সহ শরীরের অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি করতে সহায়তা করে পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাব কমিয়ে আনতে পারি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, যেসব শিশু ধূমপায়ীর সংস্পর্শে আসে, তাদের তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। অতএব ধূমপায়ী ধূমপান বন্ধ করলে পরিবারের ধূমপান সম্পর্কিত অসুস্থতার ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

পরোক্ষ ধূমপান এক্সপোজার হ্রাস করা, বিশেষত বাচ্চাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফুসফুসের অন্যান্য ভাইরাস দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে মারাত্মক অসুস্থতার কারণ হতে পারে। করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে এটি একই রকম হতে পারে। এ জন্য ধূমপায়ীদের যদি দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে, তবে অতিরিক্ত যত্ন নেয়া উচিত। সুতরাং এখনই যারা ধূমপান ছাড়তে চান, তাদের নিকোটিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির (এনআরটি) সন্ধান করা প্রয়োজন। এটি আমাদের সবার জন্য উদ্বেগজনক সময় এবং মানুষ নিজের সুরক্ষা এবং অন্যকে সুরক্ষার উপায় সন্ধান করছে। এ সময় ধূমপান বন্ধ করা বা থামানো সেরা কাজগুলোর মধ্যে একটি হতে পারে।

সূত্র: যুগান্তর

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও জীবনানাশক স্প্রে

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি সহ জীবনানাশক স্প্রে করা হয়েছে। শনিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর দত্তপাড়া যুব সমাজের উদ্যোগে মাক্স বিতরণ ও স্প্রে করা হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন উপস্থিত থেকে মাক্স বিতরণ ও জীবনানাশক স্প্রে করণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহ জামান, গোভিপুর দত্তপাড়া যুব সংগঠনের সভাপতি শহীদ আহমেদ টিটু, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ জুয়েল রানা, আশরাফুল ইসলাম চাঁদ আলী, সেলিম রেজা সাব্বির হোসেন শাহারুল হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সেখানে গ্রামবাসীদের মধ্যে মাক্স বিতরণ করা হয় এবং প্রধান প্রধান সড়কসহ গ্রামের আশেপাশে এলাকায় জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়।

দর্শনায় করোনা ভাইরাস রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রেস কনফারেন্স

দর্শনায় করোনা ভাইরাস রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রেস কনফারেন্স করেছেন দর্শনা পৌরসভার মেয়র মোঃ মতিয়ার রহমান। আজ বেলা সাড়ে ১১ টায় দর্শনা পৌরসভার সভা কক্ষে এই প্রেস কনফারেন্স

এর আয়োজন করা হয়।

এ সময় তিনি বলেন, দর্শনা পৌরসভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন, প্রত্যেক ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে করোনা প্রতিরোধে যে ওয়ার্ড কমিটি গঠন হয়েছে সেই কমিটির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে স্থানীয় ভাবে ভূমিকা রাকতে হবে।

পৌরসভার থেকে প্রতিদিন মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ করা অব্যাহত থাকবে। বিদেশ প্রত্যাগত নাগরিকদের হোম কোয়ারেন্টাইনের বিষয়টি নিশ্চিত করাসহ তাদেরকে সহজেই খুঁজে পাওয়ার জন্য লাল পতাকা উড্ডায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সার্বক্ষণিক কর্মস্থানে অবস্থান নিশ্চিত করাসহ তাদের সেভ থাকার জন্য সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পৌর এলাকার মধ্যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে চায়ের দোকান গুলোতে জনসমাগম না হতে পারে সেজন্য দোকান থেকে টিভি, বেঞ্চ, চেয়ার সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

সবশেষে তিনি সকলকে সচেতন হতে বলেন, এবং অন্যকে সচেতন করে সরকারি আইন মেনে চলতে বলেন। এ সময় পৌর মেয়রের পক্ষ থেকে সকল সাংবাদিকদেরকে কেরু এন্ড কোম্পানির হ্যান্ড স্যানিটাইজার তুলে দেন।

প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাধারণ সম্পাদক আওয়াল হোসেন, সকল ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দ এবং দর্শনার সকল সাংবাদিকবৃন্দ।